প্রথম আলো

01 MAR 2015

পৃষ্ঠা ১৭

এআইইউবির সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন শিক্ষার্থী তাসনুভা তাসনিম • ছবি : [illegible]

এআইইউবির সমাবর্তনে শিক্ষাম

শর্ত পূরণে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা

[illegible] প্রতিবেদক •

[illegible] নুরুল ইসলাম [illegible] যেসব বেস[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের একটি সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় না চালাতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজধানীর বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর মাঠে অনুষ্ঠিত গতকাল শনিবার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) ১৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ওই সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন।

কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফিসহ সব ধরনের ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখুন। তিনি বলেন, 'সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে চাই।'

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ সরন। তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে এ দেশের উন্নয়ন অবধারী। তিনি নতুন ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। সমাবর্তনে আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য কামেন জেড ল্যামাগনা ও বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ইশতিয়াক আহমেদ।

এবার সমাবর্তনে ২ হাজার ৭৫৫ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে তিনজনকে আচার্য স্বর্ণপদক, আটজনকে জয়নোয়ারুল আবেদীন লিডারশিপ পদক ও ১৪ জনকে উপাচার্যের পদক দেওয়া হয়।